দৈনিক বাংলা

তারিখ 11 Feb 1990
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

87

শেরপুরে শিক্ষাখাতের সোয়া কোটি টাকা আত্মসাৎ ঃ ৩ জন সাসপেন্ড

শেরপুরের নকলা উপজেলার শিক্ষা অফিসের সোয়াকোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে হিসাবরক্ষক অফিসারসহ ৩ জনকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। অন্যদিকে, দেশের কয়েকটি স্থানে গম ও অর্থ আত্মসাতের ঘটনা ঘটেছে।

নিজস্ব সংবাদদাতা শেরপুর থেকে জানান, নকলা উপজেলা শিক্ষা অফিসার ভুয়া বিলের মাধ্যমে ১ কোটি ২০ লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে হিসাবরক্ষণ অফিসার হাফিজুর রহমান, কেরাণী আবু বকর ও আবদুল সালামের বিরুদ্ধে থানায় মামলা দায়ের করেন। মামলা তদন্তকারী অফিসারের তদন্তকালে ঘটনার সত্যতা ধরা পড়ে। অভিযুক্তরা মামলার কথা জানতে পেরে কর্মস্থল থেকে পালিয়ে যায়। এ দিকে হিসাবরক্ষণ অফিসার জনাব হাফিজুর রহমান, অডিটর মোঃ মোকছেদুর রহমান ও ছায়েদুর রহমানকে চাকরি থেকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে।

নবীনগর

নিজস্ব সংবাদদাতা নবীনগর থেকে জানান, দু'জন ইউপি চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে সম্প্রতি সরকারী গম, বীজধান ও ত্রাণ সামগ্রী আত্মসাতের অভিযোগে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কাছে দরখাস্ত দেওয়া হয়। ৭ জন ইউপি সদস্য চেয়ারম্যান এনামুল হকের বিরুদ্ধে এই দরখাস্ত দেয়। তার বিরুদ্ধে ৩শ মণ গম আত্মসাতের অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া, শ্রীরামপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান গোলাম শাহরিয়ার বাদলের বিরুদ্ধে ১ লাখ ৭০ হাজার টাকা আত্মসাতের অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন ত্রাণ সামগ্রী আত্মসাতের অভিযোগ রয়েছে।

ঝিনাইদহ

নিজস্ব সংবাদদাতা ঝিনাইদহ থেকে আরেক খবরে জানান, ঝিনাইদহ মৎস্য কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ১৯৮৮ সালে ৮৭ হাজার টাকা আত্মসাতের অভিযোগে তদন্ত চলছে। ৩টি মৎস্য চাষ প্রকল্পের উক্ত টাকা ভুয়া বিলের মাধ্যমে আত্মসাৎ করা হয়।

টাঙ্গাইল

নিজস্ব সংবাদদাতা টাঙ্গাইল থেকে জানিয়েছেন, ভুয়া নামে বিতরণ দেখিয়ে সদর উপজেলার বাখিল ইউনিয়নের চেয়া-রম্যানের বিরুদ্ধে ৫ বান্ডিল টিন ও ৫ হাজার টাকা আত্মসাতের অভিযোগটি ম্যাজিস্ট্রেট তদন্ত করেন। তদন্তে ঘটনার সত্যতা প্রমাণিত হয়।